নির্বাহি সার-সংক্ষেপ

শক্তিশালী পুনরুদ্ধারের পথে বিশ্ব অর্থনীতি

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসরমান। বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বেশ গতিশীলতা এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এর প্রান্তবর্তী দেশসমূহে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এখনও দুর্বল। সার্বিকভাবে, ঋণ সমস্যা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ প্রশমিত হওয়ার পাশাপাশি এদের আস্থা বেড়েছে। যার ফলে সরকারি ব্যয় হ্রাসের তাগিদ কমেছে। আর্থিকখাতে উন্নতির ফলে বেড়েছে ঋণের প্রবাহ। উন্নত দেশসমূহে চলমান এ ইতিবাচক পরিবর্তনের কারণে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বাণিজ্য ও পুঁজি প্রবাহ বাড়বে যার ফলে সামনের দিনগুলোতে এসব দেশসহ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির অব্যাহত ধারায় বাংলাদেশ

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে প্রায় ৬.১ শতাংশ। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ছিল ৬.০ শতাংশ। এক্ষেত্রে, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে, কৃষি ও সেবা খাতে সফলতা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ বাড়লেও ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ খুব বেশি বাড়েনি। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম ভাগে হরতাল ও রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে আমদানি, রাজস্ব আদায় ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবাহ হ্রাস পায় যদিও এই সময়ে পোশাক রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি থেমে থাকেনি। সরবরাহ-শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়ায় খাদ্য মূল্যস্ফীতিও বেড়ে যায়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সুস্থিতি ফিরে আসায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। হরতালের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্যক্তিখাত ও রপ্তানিকারকদের জন্য সরকারের পরিপূরক নীতি এক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। বস্তুত, জানুয়ারি ২০১৪ হতে ব্যক্তিখাতে ঋণ, আমদানি ঋণপত্র খোলা-নিষ্পত্তি ও প্রবাস আয়ের প্রবাহে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খাদ্যসহ সাধারণ মূল্যস্ফীতিও ধীরে ধীরে কমছে। সময়ের সাথে সাথে সব অর্থনৈতিক সূচকেই এ উন্নতি পরিলক্ষিত হবে এবং শিল্প ও সেবাখাত চলতি অর্থবছরের প্রথম ভাগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়। অনুকূল আবহাওয়া ও সরকারি নীতি-সহায়তার কারণে কৃষিখাতে ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিকভাবে, বৈশ্বিক চাহিদার উন্নতি এবং দেশীয় অর্থনীতিতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসার ফলে চলতি অর্থবছরেও সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

রাজস্ব প্রশাসন শক্তিশালীকরণ ও কর আইন সংস্কারের ফলে রাজস্ব আদায় গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। গত পাঁচ বছরে রাজস্ব আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ১৯ শতাংশ, যার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করভিত্তিক উৎস হতে রাজস্ব এসেছে ২০ শতাংশ হারে। একই সময়ে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০.৫ শতাংশ হতে ১২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে, ২০১৩ সালে বছরব্যাপী হরতাল ও অবরোধ অব্যাহত থাকায় রাজস্ব আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বিশ্ব অর্থনীতির ধীর পুনরুদ্ধারের কারণেও আমদানি পর্যায়ে কর আদায় কম হয়। তবে, সামনের দিনগুলোতে বহিঃখাতে এবং দেশীয়

অর্থনীতিতে গতিশীলতা বাড়ার ফলে রাজস্ব আদায়ের স্বাভাবিক গতি ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে সংশোধিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৬৩ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করভিত্তিক উৎস হতে লক্ষ্যমাত্রার ৬২ শতাংশ আদায় হলেও কর-বহির্ভূত রাজস্বের ক্ষেত্রে আদায় হয়েছে ৬৮ শতাংশ।

গত পাঁচ বছরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রতিবছর গড়ে ২৬ শতাংশ হারে বেড়েছে যেখানে আবর্তক ব্যয় বেড়েছে ১২ শতাংশ হারে। এতে প্রতীয়মান হয়, প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করতে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাশা অনুযায়ীই বেড়েছে। এ সময়ে বাজেট ঘাটতিও পরিকল্পনা অনুয়ায়ী জিডিপির ৪.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত ছিল যা রাজস্ব শৃঙ্খলার নির্দেশক। চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত আবর্তকসহ অন্যান্য ব্যয় প্রত্যাশিত মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, এডিপি বাস্তবায়নের গতি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গত বছরের তুলনায় কিছুটা মন্থর। বস্তুত, চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৫.০ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে সম্ভাবনাময় দৃশ্যপট

মধ্যমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে সরকারি বিনিয়োগ ধাপে ধাপে বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও নতুন করনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিবছর জিডিপির প্রায় ০.৫ শতাংশ হারে রাজস্ব বাড়বে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি, কর্পোরেট আয়করের হার বাস্তবানুগ করার মাধ্যমে করভিত্তি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। যার ফলে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকবে। ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক খাত হতে ঋণগ্রহণের পরিমাণ একদিকে যেমন পরিমিত থাকবে, অন্যদিকে অনুদান ও সহজ শর্তের ঋণগ্রহণে জোর প্রচেষ্টা থাকবে। কেবলমাত্র যেসব গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রাপ্তি সর্বোচ্চ, সেসব খাতের জন্য প্রয়োজনে বহিঃখাত হতে কিছুটা অনমনীয় শর্তে ঋণ গ্রহণ করা হতে পারে। আর্থিকখাতে মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রেখে মুদ্রা সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিবাচক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য, প্রবাস আয় ও বৈদেশিক সম্পদের অন্তঃপ্রবাহ বাড়বে। যার ফলে বহিঃখাতের অবস্থান আরো সুসংহত হবে। বহিঃখাতে অনুকূল অবস্থা এবং মুদ্রার চাহিদার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্ক ব্যবস্থাপনা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে যথেষ্ট নমনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক রাখবে।

সমৃদ্ধির পথে চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি মোকাবিলায় নীতি-কৌশল

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগকে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ। সরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলেও ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বেশ পিছিয়ে আছে। পাশাপাশি, বিনিয়োগের ঘাটতি মেটাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম (পিপিপি) প্রত্যাশিত মাত্রায় গতি পায়নি। অন্যদিকে, শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা এখনো নিম্ন পর্যায়ে। কিন্তু, জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়োজন। এলক্ষ্যে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ চাহিদা বিপুল। এক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ এবং বিদেশি অনুদান ও সহজ শর্তের ঋণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পাশাপাশি, সরকারি ব্যয়ের প্রভাব সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গতি বাড়ানোও জরুরি। এক্ষেত্রে, প্রকল্পের পরিকল্পনা, সংগ্রহ, নিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধি অপরিহার্য।

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে উপযুক্ত নীতি-কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরি। অবকাঠামো বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ঘাটতি দূরীকরণে ধারাবাহিক পদক্ষেপ, আর্থিক খাতে সুশাসন ও তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সুদের হার হ্রাস এবং পুঁজিবাজারে সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া, ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়নকল্পে সুশাসন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গেলে দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করাসহজতর হবে।

পাশাপাশি, রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকায়ন, করের আওতা ও ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর-আদায় এবং নতুন কর আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদার করা হলে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান হবে। বহিঃখাতে প্রধান রপ্তানি বাজারসমূহে অনভিপ্রেত অভিঘাতের প্রভাব প্রশমনে বাজার ও পণ্য বৈচিত্রকরণের প্রচেষ্টা এবং পোশাকখাতে শ্রম অধিকার ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে আরো সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি। এছাড়া প্রবাস আয়ের প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রচলিত শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার অন্বেষণে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলমান রাখা অপরিহার্য।

প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এসব চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতে কিছুঝুঁকি রয়েছে। প্রথমত বাণিজ্য সহযোগী দেশসমূহে প্রত্যাশার তুলনায় কম অগ্রগতি হলে আমাদের প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা কিছুটা বাধাগ্রস্তহতে পারে। দ্বিতীয়ত দেশের অভ্যন্তরে কোন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিনিয়োগসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত করতে পারে। তৃতীয়ত যেকোন ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কোন সংকট প্রবাস আয় হ্রাসসহ আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি করবে। যার ফলে বহিঃখাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ছয় শতাংশের ওপর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। একইসাথে দারিদ্র হার হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এছাড়া, সামাজিক খাতে এমডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। যা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। এ প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক চাহিদা ও দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধারাবাহিক উন্নতির মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো বেগবান হবে। রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হলে রাজস্ব আয় জিডিপির শতাংশে অনেকখানি বাড়বে। পাশাপাশি, বিনিয়োগ ব্যয় বাড়িয়ে আবর্তক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ রাখাও সহজতর হবে। সার্বিকভাবে, বাজেট ঘাটতি যেমন সহনীয় পর্যায়ে থাকবে তেমনি অর্থায়নে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। অন্যদিকে, রপ্তানি বাণিজ্যে দৃঢ় অবস্থা, প্রবাস আয়ের পুনরুদ্ধার ও অন্যান্য অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির ফলে বহিঃখাতের অবস্থান আরো শক্তিশালী হবে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যর্থতা ও ঝুঁকি সমৃদ্ধি অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তবে মধ্যমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরবরাহ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সরকারি পরিকল্পনা, শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে নানাবিধ উদ্যোগ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে পরিকল্পিত সংস্কার কার্যক্রম, পুঁজিবাজার সংস্কারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন ও তদারকি জোরদার, প্রযুক্তির প্রসার এবং ভূমি ব্যবহার-ব্যবস্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবার মানোন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।